এই পথ চলা

শুজা রশীদ

১ – স্মোক ডিটেক্টর

দুই দন্ড শান্তিতে থাকার উপায় নেই। সব কিছু ভালোই চলছিল। গ্রীষ্ম পেরিয়ে শরতের হাওয়া মাত্র গায়ে লাগতে শুরু করেছে, গাছের পাতায় রঙের খেলা শুরু হই হই করছে, ভাবছি ক'দিন বাদে স্ত্রী, পুত্র কন্যা নিয়ে একটু হাওয়া খেতে যাব, রঙ দেখা হবে, একটু হাওয়া বদলও হবে। হঠাৎ এক রাতে, আমাদের সবার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে বাসার সবগুলো স্মোক ডিটেক্টর ভয়াবহ শব্দে প্যাঁ প্যাঁ করতে শুরু করল। নতুন বাড়ী, প্রতিটা শোবার ঘরে একটা করে বাদ্য, যেমন তার কণ্ঠের তাগদ তেমনই তার রোশনাই। নীচতলা এবং দোতলায় মোট সাতখানা স্মোক ডিটেক্টর এক যোগে আলোর ঝিলিক মারছে এবং তীব্র ট্যা ট্যা আওয়াজে শুধু আমাদের নয়, মনে হল পুরো পাড়ার মাথা খারাপ করে দেবার যোগাড় করছে।

এই অভিজ্ঞতা যদি কারো না থেকে থাকে তাহলে মনে হয় না বিবরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলা সম্ভব। ক্যারাত করে প্রথম সাইরেন বাজার সাথে সাথেই সাহেব বেগম দু'জনারই ঘুম ছুটে গিয়েছিল। দেরী করে ঘুমাতে যাই। মাত্র চোখ জোড়া লেগেছিল, তার মধ্যে এই উপদ্রব। - লতা, কি হল? কিসের শব্দ?

- মনে হয় ডাকাত পড়েছে গো!
- বল কি? বাসায় তো কিচ্ছু নেই। ব্যাটারা নেবে কি?
- কি আবোল তাবোল বলছ? ওঠো। ঠাট্টা বোঝ না? মনে হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর। সেকিউরিটি সিস্টেম না।
- তাহলে দরজা ভেঙে কেউ ঢোকে নি? বাঁচা গেল। পাশ ফিরতে ফিরতে বললাম।

  পিঠে লতার থাপ্পড় খেয়ে অবশেষে ঘুম ছুটল। স্বামী স্ত্রী দু জনে ছুটে করিডোরে চলে এলাম। টিনএজ পুত্র এবং প্রিটিন কন্যা এতক্ষণে উঠে আমাদের খোঁজেই আসছিল।

  ছেলে জানতে চাইল – হচ্ছে কি এসব? এগুলো এভাবে শব্দ করছে কেন?

বিরক্ত হয়ে বললাম – ওগুলো স্মোক ডিটেক্টর, বাবা। স্কুলে এগুলো শেখায় না? ওগুলোর কাজই হচ্ছে শব্দ করা।

ছেলেটা টিন এজার হবার পর থেকে ফোন আর ইন্টারনেটে এতো মশগুল যে দুনায়াদারী একেবারে ভুলতে বসেছে।

মেয়ে দুই হাতে কান ঢেকে চীৎকার করছে – থামাও এগুলো। আমার কান ফেটে যাচ্ছে।

বললাম – তোর চীৎকারে আমার কান ফেটে যাচ্ছে। তুই থাম। শোন সবাই। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। আগে সবাই মিলে চেক করা যাক আসলেই আগুন টাগুন কিছু ধরেছে কিনা। লেটস গো...

ছুটাছুটি করে সারা বাড়ী চেক করা হল। কোথাও কোন আগুনের চিহ্ন নেই। কার্বন মনক্সাইড নয় তো? CO মনিটর যদিও বাজছে না তারপরও সাবধানের মার নেই।

লতার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। আমার বুক ধড় ফড় করছে। এই জাতীয় ঘটনা তো আর রোজ ঘটে না। একটু ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ওদিকে সারা বাড়ির আনাচে কানাচে থেকে স্মোক ডিটেক্টরগুলো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে। ইদানীং বিল্ডিং কোড হচ্ছে সবগুলোকে একসাথে জুড়ে দেয়া। একটা বাজলে সবগুলো বাজতে হবে। ভালোর জন্যেই করা। আগুন যদি ধরে তাহলে কারো যেন শুনতে বাকী না থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে মন হচ্ছে একটা বেসবল ব্যাট কিংবা ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে বাড়ি দিয়ে ভাঙ্গি সবগুলোকে।

বললাম – জানালা গুলো খুলে দাও। বাতাস আসুক। হয়ত থেমে যাবে।

- জানালা খুললে কেন থামবে? তুমি ফায়ার ব্রিগেড ডাকো। স্ত্রী মুখ ঝামটা দিল।
- আগুনতো নাই। খামাখা ডাকার কি অর্থ?
- তাহলে বাজলো কেন?
- আমি কি করে বলব?
- তুমি তো কিছুই বলতে পারো না। পারো শুধু নাক ডেকে ঘুমাতে।
- আমি নাক ডাকাই? ইদানীং তুমি নাক ডাকাচ্ছ।
- কি বলছ? স্ত্রী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। আমি নাক ডাকাই? ফাজলামী হচ্ছে?
- সত্যিই বলছি। নাক ইদানীং যে নাক ডাকাচ্ছ না...সাইরেন টাইরেন ফেল মারবে...
- বাজে কথা বলবে না! ফায়ার এলার্ম বাজছে আর উনি নাক ডাকানি নিয়ে তর্কা তর্কি করছেন! কিছু একটা কর। কান ফেটে যাচ্ছে!

পুত্র কন্যা দুই হাত কানে দিয়ে তারস্বরে চীৎকার করছে – আব্বু, কিছু করছ না কেন?

- আমি কি করব? আমি কি ইলেক্ট্রিশিয়ান?
- ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করছ না কেন?

আমি দ্বিধা করতে থাকি। আগের বাসায় একই কান্ড হবার পর ফায়ার ব্রিগেড ডেকেছিয়াম। কিচ্ছু হয় নি। একটা ইউনিট ডিফেক্টিভ ছিল। তারা সেটা খুলে দিয়ে বলে গেল ইলেক্ট্রিশিয়ান এনে ঠিক করতে হবে। তারা পরে খবর নেবে। শ' দুয়েক ডলার খসে গেল। ব্যাটা ইলেক্ট্রিশিয়ান – ঘরে পা দিলেই একশ' বিশ।

- তোয়ালে দিয়ে বাতাস কর সবাই। বেশী হিউমিড হলে এমন হয়।

সবাই মিলে কিছুক্ষন তোয়ালে দিয়ে বাতাস করলাম। লাভের মধ্যে কিচ্ছু হল না। মনে হল সাতখানা স্মোক ডিটেক্টর আমাদের কাণ্ড দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

লতা বলল – তুমি না ডাকো আমি ডাকছি ফায়ার ব্রিগেড। স্মোক ডিটেক্টর দিয়ে ধূয়ো উঠছে আর উনি তোয়ালে দিয়ে বাতাস করছেন! কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে লোকটার?

মুখে বললেও গৃহিণীরও পয়সার মায়া আছে। ফোনের দিক না গিয়ে স্ট্যান্ড ফ্যানটা এনে চালিয়ে দিল। ছেলেমেয়ে দুটো ঘাবড়ে গেছে।

- আব্বু, পুলিশ ডাকো! ফায়ার ব্রিগেড ডাকো! আগুনে বাড়ি পুড়ে গেলে ঘুমাবো কোথায়?

হাসব না কাঁদব ভাবছি। ঘুমটাই বুঝলি শুধু, পাগলের দল! বাড়ী পুড়ে গেলে তো সর্বস্ব যাবে। পুত্রকে বললাম, ফায়ার ব্রিগেড ডাক।

পুত্র কথামত কাজ করল। এবার অপেক্ষার পালা। এদিকে সাতখানা স্মোক ডিটেক্টর অবিরাম ত্রাহী চিৎকার করে চলেছে। বাতাস ফাতাসে কোন কাম হয় নি। স্ত্রী সব জানালা খুলে দিয়েছে। বাইরে এসে দাঁড়ালাম সবাই। কার্বন মনক্সাইডের আশীর্বাদ পুষ্ট হবার তো কোন প্রয়োজন নেই। কি খেলা চলছে বাসার মধ্যে কে জানে। ভেবেছিলাম এতো হই হট্টগোলে সারা পাড়ার মানুষ বেরিয়ে আসবে। নাদা। এখানকার মানুষজন ঘরের খিল তুলে দিয়ে ভেতরে সেই যেঁ সন্ধ্যা হলে আসন গাড়ে, সাইক্লোণ জাতীয় কিছু না হলে তাদের টিকির দেখা পাওয়া দুষ্কর। মন্দের ভালো। সবাই বেরিয়ে এলে একটু বিব্রতকর অবস্থা হত।

বাইরে বাতাসটা ভালোই লাগছে। ফায়ার ট্রাকের টিকির সন্ধান নেই এখনও। গৃহিণি কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, "কি হল বলত? বাড়ীটা এমন পাগলামি করছে কেন?"

তার ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারে আস্থার কথা জানি, লোভ সামলাতে পারলাম না। - মনে হয়, জ্বীন ভুতে ধরেছে।

- বল কি? এখানেও জ্বীন ভুত আছে নাকি?

উত্তর দেবার আগেই দূরে ফায়ার ট্রাকের বদনখানা উঁকি দিল। আগুনের তো নাম গন্ধ নেই। তারা এসে যদি সাত খানা স্মোক ডিটেক্টরের আর্তনাদ বন্ধ করতে পারে তাহলে আপাতত রাতটুকুর জন্য শান্তি।

বিশাল ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীটা আমাদের বাসার সামনে এসে থামার ঠিক দুই মুহুর্ত আগে স্মোক ডিটেক্টর গুলো একেবারে ঠান্ডা মেরে গেল। টু শব্দটি নেই। আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। এ আবার কি খেলা? বাজছিলি বাজতে থাক। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী দেখেই থেমে গেলি। কি বেইজ্জতী!

স্ত্রী আমার কানে কানে বলল – এই, এই দেশে কি সত্যি সত্যি জ্বীন ভুত আছে নাকি? ওদেরকে দেখেই থেমে গেল! কেমন ভয় ভয় লাগছে আমার।

হাসলাম। - আরে আজা কালকার ইলেক্ট্রিকাল জিনিষপত্র একটু ভুতুড়েই হয়।

ফায়ার ট্রাকের সাথে তিন জন কর্মী এসেছে। নেতা গোছের লোকটি বয়েসী, সারা মাথা ভর্তি সাদা চুল। অন্য দুজনের একজন সম্ভবত ত্রিশোর্ধ, পুরুষ; অন্যজন মাঝবয়সী মহিলা। গম্ভীর মুখে সারা বাড়ী চক্কর দিয়ে কার্বন মনক্সাইড মাপা হল। কোন সমস্যা নেই। স্মোক ডিটেক্টরগুলো দ্রুত চেক করা হল। সবগুলোই ইলেক্ট্রিকাল, ব্যাটারি ব্যাক আপ। হতে পারে ব্যাটারি হয়ত গেছে কোন একটার। ইলেক্ট্রিকাল সিস্টেমেও কিছু সমস্যা হতে পারে। কোন একটা ইউনিট নিজেই নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। সেটাই হয়ত কোন এক বৈদ্যুতিক উপায়ে বাকী গুলোকেও বিগড়িয়ে দিয়েছে। ইলেক্ট্রিশিয়ান ডেকে চেক না করিয়ে কিছুই বলার উপায় নেই।

মনে মনে খিস্তি দিচ্ছি। মহারাজকে ডাকলেই একশ বিশ ডলার খসে যাবে। তারপর জাহাপনা আরও কত খসাবেন কে জানে। ইলেক্ট্রিসিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার মনে ভয় ভীতি কিঞ্চিৎ কম থাকলে নিজেই বোধহয় সামাল দেয়া যেত। কিন্তু শক খাবার কথা মনে হলেই তলপেটে চাপের সৃষ্টি হয়।

বয়েসী লোকটি যাবার আগে খুবই ভদ্র ভাষায় বলল, "নিজে নিজে থেমে গেছে আবার হঠাত শুরুও হতে পারে। আমাদেরকে আবার ডাকতে পারো কিন্তু লাভ তেমন কিছু হবে না। দেখ কোন ইলেক্ট্রিশিয়ানকে পাও কিনা এখন। অনেকেই রাতে হয়ত স্পেশিয়াল সার্ভিস দেয়।

- নিশ্চয়। তোমরা যাবার সাথে সাথেই ডাকব।

মনে মনে বললাম, এই রাত বিরেতে ডাকলে মহারাজদের রেট দ্বিগুন হয়ে যাবে। পাগলেও তো এমন ভুল করবে না।

ফায়ার ট্রাক বিদায় নিতে ভেতরে ঢুকে মাত্র দরজা জানালা লাগিয়ে আবার শুতে যাবার তোরজোড় করছি, আমাদেরকে চমকে দিয়ে আবার সাতখানা স্মোক ডিটেক্টর ত্রাহী চীৎকার শুরু করল।

পুত্র কন্য আর্তনাদ করে উঠল। "আব্বু! এখন কি হবে?"

তুলা বের করে হাতে ধরিয়ে দিলাম। - কানে গুঁজে ঘুমাতে যাও। সকাল হলে ব্যবস্থা করব। জীবনে এমন কত বাঁধা বিপত্তি আসবে। প্রাক্টিস থাকা ভালো। সামান্য শব্দই তো!

স্ত্রী অগ্নি দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভস্ম করতে করতে আমার হাত থেকে একদলা তুলা নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে খিড়কি লাগিয়ে দিল। - কিপটা!

ভ্যাবলার মত করিডোরে দাঁড়িয়ে থেকে আর্ত কণ্ঠে বললাম - দরজা লাগিয়ে দিলে কেন? আমার কি হবে?

ভেতরে থেকে তীক্ষ্ণ উত্তর – কানে তুলো লাগিয়ে ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাও। সামান্য শব্দই তো! অভ্যেস হয়ে যাবে!